সংবাদ

18 OCT 2012

সংকটে বিপর্যস্ত সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

● উদাসীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়

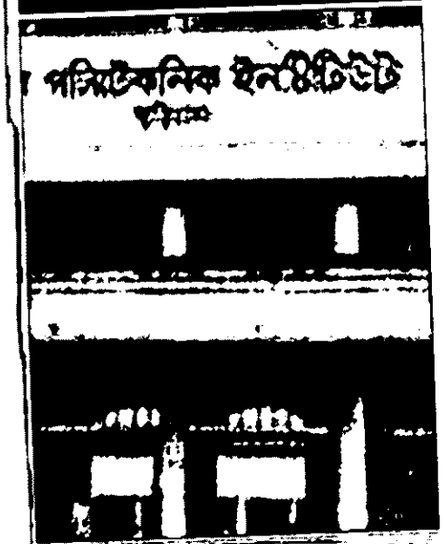

রাকিব উদ্দিন

চরম শিক্ষক স্বল্পতাসহ নানা সংকটে বিপর্যস্ত দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কার্যক্রম। মারাত্মক শিক্ষক স্বল্পতার মধ্যেই ডাবল শিফট চালু, নিয়মিত বেতন না পাওয়া, ক্লাস না হওয়া, শিক্ষক ছাড়া বিভাগ খুলে শিক্ষার্থী ভর্তিসহ অব্যবস্থাপনায় গভীর সংকটে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কার্যক্রম। শুধু ইনস্টিটিউটই সংকটে ভারাক্রান্ত নয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের পদেও প্রায় দেড় বছর ধরে নেই স্থায়ী কর্মকর্তা। কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান নামকাওয়াস্তে চালাচ্ছেন অধিদফতর। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীরা যথাযথ সেবা পাচ্ছে না ওই সংস্থা থেকে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং এ সমস্যা নিরসনে চরমভাবে উদাসীনতা দেখাচ্ছে। জানা গেছে, রাজস্বভুক্ত (পুরাতন) ২০ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে ৬০ শতাংশ শিক্ষকের পদ। প্রকল্পভুক্ত ২৯টিতে প্রতিষ্ঠানে ৮০ শতাংশ পদে কোন শিক্ষকই নেই। তাদের কোন পদোন্নতিও নেই। ৪৯টির প্রতিষ্ঠানের ৪৫টিতেই বর্তমানে নেই উপাধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে ২৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এক বা দুজন শিক্ষক নিয়ে চলছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। আবার এসব প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য বিভাগে একেবারেই শিক্ষক নেই। এসব বিভাগ বুঁড়িয়ে বুঁড়িয়ে চলছে। এছাড়া তিনটি সরকারি মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট বা একটি বিভাগ নিয়ে চলা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও নানামুখী সংকটে বিপর্যস্ত। প্রথম শিফটে ১২ হাজার ও বিকেলের দ্বিতীয় শিফটে ১২ হাজারসহ প্রতি বছর প্রায়

সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সরকার : পালটেকানক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২৪ হাজার নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর কার্যক্রম গতিশীল করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর এবং শিক্ষক নেতাদের অসংখ্যবার সভা অনুষ্ঠিত হলেও কোন সুপারিশই বাস্তবায়ন হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও মন্ত্রণালয়ের আমলারা এ বিষয়ে চরম উদাসীনতা দেখাচ্ছে। এমনকি প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম গতিশীল করতে কারিগরি শিক্ষক সমিতি ও কারিগরি শিক্ষক পরিষদের নেতারা সম্প্রতি ৮ দফা দাবি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবও করেছিল। এগুলো বাস্তবায়নে গত ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষাসচিব একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন। কিন্তু ওই কমিটিও এ সমস্যা আমলে নেয়নি।

এ বিষয়ে কারিগরি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্মল চন্দ্র সিকদার 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'শিক্ষক স্বল্পতার মধ্যেই ডাবল শিফট চালু, বেতন না পাওয়া, ক্লাস না হওয়া, শিক্ষক ছাড়া বিভাগ খুলে শিক্ষার্থী ভর্তিসহ নানা অব্যবস্থাপনার কারণে কারিগরি শিক্ষার মান ভীষণভাবে নেমে গেছে। প্রায় ৮ বছর ধরে কারিগরি প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়নি'।

তিনি জানান, 'কারিগরি শিক্ষার চলমান সংকট নিরসনে সরকারের কাছে আমরা ৮ দফা দিয়েছি। এরমধ্যে আছে- শিক্ষকের পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ, প্রকল্পের অধীনে নিয়োগ দেয়া শিক্ষকদের রাজস্বভুক্ত, ছাত্র বৃত্তি যুগোপযোগী, লাইব্রেরিগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নতুন যেসব কোর্স চালু করা হয়েছে, সেগুলো থেকে সনদ অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পদ সৃষ্টি'। কয়েকজন শিক্ষক 'সংবাদ'কে বলেন, 'দ্বিতীয় শিফটে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। অন্যথায় শিক্ষকদের ১০০ ভাগ বেতন দিতে হবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য'। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়, ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মধ্যে ৩২টি টেকনোলজিতে চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পড়ানো হয়। মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষার মধ্যে আট ধরনের ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। এগুলো হলো ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, মেরিন, টেক্সটাইল, ফরেস্ট্রি, অ্যানিমেল অ্যান্ড প্রোডাকশন টেকনোলজি, ভোকেশনাল এডুকেশন ও ডিপ্লোমা ইন হেলথ। তাছাড়া এসএসসি ভোকেশনাল ও এইচএসসি ব্যবসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করছে।

তারাও নানা সমস্যার সম্মুখীন। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে নতুনত্ব নেই। মান্ধাতা আমলের সিলেবাস দিয়ে চলছে একাডেমিক কার্যক্রম। শিক্ষক নেতারা জানান, কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষকদের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ও ইন্সট্রাক্টর পদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য জুনিয়র লেকচারার, লেকচারার, প্রফেসর প্যাটার্নের চাকরি কাঠামো সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সময়ে আশ্বাস দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। শিক্ষকদের মর্যাদা বাড়ানো সম্ভব হয়নি। আবার কিছু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রায় দেড় বছর ধরে সরকার থেকে বেতনভাতা পাচ্ছে না।

জানা গেছে, শিক্ষক স্বল্পতা ভুগছে কিছুটা কম আছে দেশের সবচেয়ে বৃহৎ চাকা পলিটেকনিকে ইনস্টিটিউটে। এই প্রতিষ্ঠানেও আছে বহুমুখী সংকট। শিক্ষকদের কোন পদোন্নতির নেই। এই প্রতিষ্ঠানে এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি বিভাগ চালু করা হলেও এই কোর্সে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে না। কারণ এই কোর্স পাঠদানে কোন শিক্ষক নেই। এদিকে বিগত ৪০ বছরেও চট্টগ্রাম পলিটেকনিকেল ইনস্টিটিউটের কোন উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন হয়নি। ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানে ৫টি হোস্টেল থাকলেও নামকাওয়াস্তে কার্যকর আছে একটিমাত্র মহিলা হোস্টেল। বাকি ৪টি হোস্টেল ব্যবহার অনুপযোগী। এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি শিফটে ৭৫ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও নেই ৫০ জনও। ফলে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম।